যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৬২

১/ বিবিধ

আরবী

كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله، فيقول: يا آل داود! قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، إلا لساحر، أوعشار

ضعيف

أخرجه أحمد (4 / 22 و218) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 7 / 1 ـ 2) من طريق علي بن زيد عن الحسن قال: " مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية، وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة (وفي رواية: بالأبلة) ، فقال: ما يجلسك ههنا؟ قال: استعملني هذا على هذا المكان ـ يعني زيادا ـ فقال له عثمان: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: الانقطاع بين الحسن وعثمان بن أبي العاص، فإن الحسن وهو البصري مدلس، ولم يصرح بسماعه من عثمان. والأخرى: ضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان. وبه أعله الهيثمي (3 / 88 و10 / 153) .وأما المناوي، فمع أنه نقل هذه العلة عن الهيثمي في " الفيض "، فإنه أسقطها في " التيسير " بقوله: " ورجاله ثقات "! فهو وهم منه أوتساهل. وقد اضطرب في متنه المرفوع، فمرة رواه هكذا، ومرة أخرى رواه بلفظ: " ينادي مناد كل ليلة: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر، فيغفر له، حتى ينفجر الفجر ". أخرجه أحمد أيضا والطبراني. فأنت ترى أنه لم يذكر فيه الاستثناء في آخره: " إلا لساحر أوعشار ". وهذا هو الصواب لموافقته لأحاديث

النزول إلى السماء الدنيا وهي متواترة. لكن قد رواه الطبراني في " الكبير و" الأوسط " بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : " إلا زانية تسعى بفرجها أوعشارا ". وهو مخرج في " الصحيحة " (1073)
(فائدة) : قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في كتابة " الحجة " (ق 42 / 2) وقد ذكر حديث النزول الصحيح: " رواه ثلاثة وعشرون من الصحابة، سبعة عشر رجلا، وست امرأة ". وقد خرجته في " الإرواء " عن ستة منهم، فمن شاء رجع إليه (2 / 195 ـ 199)

বাংলা

১৯৬২। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল যে সময়ে তিনি তার পরিবারকে জাগ্রত করতেন। তিনি বলতেনঃ হে দাউদের পরিবার! উঠো সালাত আদায় কর। কারণ এটি এমন একটি সময় যে সময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা দুয়া কবুল করেন। একমাত্র জাদুকর অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২২, ২১৮) ও ত্বারানী "আলমুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৭/১-২) আলী ইবনু যায়েদ সূত্রে হাসান হতে তিনি বলেনঃ উসমান ইবনু আবুল আস কিলাব ইবনু উমাইয়্যাহ (রাঃ)-কে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি বসরায় মাজলিসুল আশেরে বসেছিলেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে উবুল্লায়)। তিনি বললেনঃ আপনাকে কোন বস্তুটি এখানে বসিয়েছে? তিনি বললেনঃ এ স্থানে আমাকে এ ব্যক্তি (অর্থাৎ যিয়াদ) দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তখন উসমান তাকে বললেনঃ আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাবো না যেটি আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। উসমান বললেনঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ... ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ দু'টি কারণে এ সনদটি দুর্বলঃ

১। হাসান আর উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ হাসান বাসরী মুদাল্লিস আর তিনি উসমান (রাঃ) হতে তার শ্রবণকে স্পষ্ট করেননি।

২। আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান। তার দ্বারাই হাইসামী (৩/৮৮, ১০/১৫৩) সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আর মানবী "আলফায়েয" গ্রন্থে হাইসামী হতে এ সমস্যা উল্লেখ করলেও তিনি “আততাইসীর” গ্রন্থে তা ফেলে দিয়ে বলেছেনঃ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এটা তার থেকে সন্দেহমূলক কথা অথবা শিথিলতা।

হাদীসটির ভাষার মধ্যেও ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবার নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছেঃ

ينادي مناد كل ليلة: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر، فيغفر له، حتى ينفجر الفجر

“প্রতি রাতে আহবানকারী আহবান করে বলতে থাকেঃ কেউ দু’য়াকারী আছে কি? তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে। কেউ কোন কিছু প্রার্থী আছে কি? তাকে দেয়া হবে। কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।”

এটিকে ইমাম আহমাদ ও ত্বরানী বর্ণনা করেছেন। আপনি এখানে দেখছেন যে, এর শেষে ইসতিসনা উল্লেখ করা হয়নি (অর্থাৎ একমাত্র জাদুকর অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া) এ অংশ উল্লেখ করা হয়নি। এটিই হচ্ছে সঠিক। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রথম আকাশে নেমে আসা মর্মে বর্ণিত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সাথে এটির মিল হয়ে যাওয়ার কারণে।

তবে ত্বারানী “আলমুজামুল কাবীর” এবং “আলআওসাত” গ্রন্থে সহীহ সনদে উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেনঃ

إلا زانية تسعى بفرجها أوعشارا

... যে ব্যভিচারিণী তার গুপ্তাঙ্গ নিয়ে ধাবিত হয় অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

এ কারণে এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ" গ্রন্থে (১০৭৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

ফায়েদাহঃ হাফিয আবুল কাসেম আসবাহানী তার "আলহুজ্জাহ" গ্রন্থে (কাফ ২/৪২) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অবতরণ হওয়া মর্মে বর্ণিত সহীহ হাদীস উল্লেখ করে বলেনঃ এটিকে তেইশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে সতেরোজন পুরুষ আর ছয়জন নারী।

আমি (আলবানী) তাদের ছয়জন থেকে "আলইরওয়া" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। যিনি চান সেখানে দেখতে পারেন (২/১৯৫-১৯৯)।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72845

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন